VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - A.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

3) Indian Musical Instruments

সরোদ :-

সরোদ একটি উত্তর ভারতীয় ততবাদ্যযন্ত্র (তারবাদ্যযন্ত্র)। সরোদ আফগান-রবাব যন্ত্রটির একটি বিবর্তিত রূপ। 'আফগান রবাব' আমাদের দেশে এসেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। এ কথা সত্যি যে, ভারতের অধিকাংশ সরোদ বাদক, আফগান রবাব বাদকদের পরবর্তী বংশধর এবং এরা সরোদ বাদ্যযন্ত্রটির বাদন বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। 'আফগান রবাব' যন্ত্রটি যারা এদেশে এনেছিলেন, তারা প্রকৃতপক্ষে ছিল অশ্ব ব্যবসায়ী এবং পরবর্তীকালে মুঘল সেনাবাহিনীর সৈনিক। এরা সকলেই অবসরে সঙ্গীতচর্চা করতেন। এই অশ্ব ব্যবসায়ী রবাব বাদকেরা ভারতে এসে কেউ রেবা, কেউ বা শাহজাহানপুর, কেউ আবার বুলন্দ শহরে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। তারা প্রকৃতই সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং তানসেন পুত্র বিলাস খাঁ-এর কাছে সঙ্গীতের শিক্ষাগ্রহণ ও করেছিলেন।

সরোদ বাদকদের তিনটি প্রধান ধারা বা ঘরানা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল - গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, এবং শহজাহানপুর। গোয়ালিয়রের সরোদ ঘরানার সূত্রপাত গুলাম আলি খাঁ বাঙ্গাশের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এই ঘরানার প্রসার ঘটেছিল গুলাম আলি খাঁ বাঙ্গাশের পুত্র নান্হে খাঁ, পৌত্র হাফিজ আলি খাঁ, প্রপৌত্র আমজাদ আলি খাঁ প্রমুখের দ্বারা। লক্ষ্ণৌ সরোদ ঘরানার সূত্রপাত নিয়ামত উল্লাহ্ খাঁ এর মাধ্যমে। এই ঘরানার প্রসার ঘটেছিল নিয়ামত উল্লাহ্

খাঁ-এর পুত্র করামত উল্লাহ্ খাঁ ও কৌকভ খাঁ; পৌত্র শাখাওয়াত হোসেন খাঁ; পুত্র করামত উল্লাহ্ খাঁ-এর শিষ্য শ্যাম গাঙ্গুলী প্রমুখের দ্বারা। শাহজাহানপুর সরোদ ঘরানার সূত্রপাত ইনায়ত হোসেন খাঁ এর মাধ্যমে। এই ঘরানার প্রসার ঘটেছিল ইনাএত হোসেন খাঁ-এর পুত্র শকায়েত হোসেন খাঁ, পৌত্র শাখাওয়াৎ হোসেন খাঁ, ভ্রাতুস্পুত্র ফিদা হোসেন খাঁ প্রমুখের দ্বারা। এ ছাড়াও ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ-এর দ্বারা একটি সরোদ ঘরানার সূত্রপাত হয়েছিল। এই ঘরানার প্রসার ঘটেছিল আলাউদ্দীন খাঁ-এর পুত্র আলি আকবর খাঁ, কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী, আশিষ খাঁ ও ধ্যানেশ খাঁ (পৌত্রদ্বয়), যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য (শিষ্যদ্বয়) প্রমুখের দ্বারা।

আনুমানিক ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে ওস্তাদ নিয়ামত উল্লাহ্ খাঁ প্রথম রবাবকে সরোদে পরিণত করেন। এরপর বিংশ শতাব্দীতে রামপুর ঘরানার ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সরোদের পুনর্নবীকরণ ঘটালেন। সরোদ একটি fret less অর্থাৎ ঘাট বিহীন তারবাদ্যযন্ত্র; ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান অলঙ্কার 'মীড়' প্রকাশের জন্য সরোদ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র।

প্রচলিত সরোদে ১৭ থেকে ২৫টি তার থাকে। ৪-৫টি প্রধান তার, ৩-৪টি চিকারীর তার এবং ১২-১৩ টি তরফের তার। সরোদ সচরাচর সেগুন কাঠের দ্বারা নির্মিত হয় এবং এর sound board ছাগলের চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এর finger board গঠিত হয় stainless steel বা nickel plated cast steel দ্বারা। সচরাচর প্রধান তারগুলিকে আটকানোর জন্য ৬টি খুঁটি, চিকারীর তার আটকানোর জন্য ২টি খুঁটি এবং তরফের তার আটকানোর জন্য ১১-১৫ টি খুঁটি থাকে। কোন কোন সরোদ বাদক সরোদের মুক্ত প্রান্তে আরো একটি ছোট ধ্বনিকোষ সংযুক্ত করে থাকেন।

রামপুর ঘরানার ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ যে পুনর্নবীকরণ ঘটিয়েছিলেন, তাতে দেখা যায় যে , ওনার প্রবর্তিত সরোদের দৈর্ঘ্য ও আয়তন, তৎকালীন সময়কালের প্রচলিত সরোদের চেয়ে বেশি। তাঁর সরোদে প্রধান তার ৪টি , জোড়ের তার ৪টি, চিকারীর তার ২টি, তরফের তার ১৫টি এবং তাঁর সরোদে তিনটি সপ্তকের সুর একবারে বাজানোর ব্যবস্থা আছে।

সরোদের তারগুলি সচরাচর steel এর হয়; তারগুলি মিজরাব

(plectrum) দ্বারা বাজানো হয়। মিজরাব গঠিত হয় নরকেলের শক্তখোলা, মোষের শিং বা গরুর হাড় দিয়ে।

সরোদ বাদনকালে বাদক দুটি পা আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করে সুখাসনে বসেন। সরোদটিকে বাদক শরীরের থেকে সামান্য দূরে রাখেন। সরোদের মুক্তপ্রান্ত (উপরের অংশ) তার গোলাকার wooden structure সহ বাদকের বামদিকের হাঁটুর উপর রাখা থাকে; বাদক tuning box এর নিচে দিয়ে বামহাত ঘুরিয়ে এনে সরোদ-দন্ডের উপরিভাগের steel plate এর উপরে রাখেন এবং প্রয়োজনমতো অঙ্গুলি চালনা করেন। বাদকের ডানহাতের করতল ধ্বনিকোষের উপরিভাগে থাকে এবং প্রয়োজন মতো তার টেনে সুর সৃষ্টি করেন। পূর্বমেরুর নীচেকার বড় ধ্বনিকোষটি বাদকের ডান হাঁটুর উপর রাখা থাকে।

সরোদ একটি স্বতঃসিদ্ধ তারবাদ্য। তবে সঙ্গতকারী বাদ্যরূপেও তার ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। গজল, রাগাশ্রয়ী নানা ধরণের গানের সাথে সহযোগী বাদ্যরূপে সরোদ বাজানোহয়।

প্রথিতযশা সরোদ বাদকগণ হলেন আমজাদ আলি খাঁ, আলি আকবর খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শরণরানী মাথুর, আশিস খাঁ, তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, রাধিকামোহন মৈত্র প্রমুখ।

সেতার :-

সেতার ভারতীয় প্রাচীন বীণাযন্ত্রের একটি বিবর্তিত রূপ। এটি একটি ততবাদ্যযন্ত্র (তারবাদ্যযন্ত্র)। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেতারের উদ্ভব এবং বর্তমানে প্রচলিত রূপটির উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ভরতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সেতার একটি অন্যতম প্রধান বাদ্যযন্ত্র।

একটি প্রচলিত মত হোল এই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, আলাউদ্দীন খলজী'র সভাসদ আমীর খুসরৌ সেতার বাদ্যটি আবিস্কার করেছেন। কিন্তু এই তথ্যের কোনো প্রমাণিক সত্যতা নেই। যদিও, সঙ্গীত সমালোচকদের মতে সেতার শব্দটি পাওয়া গেছে পারসিক শব্দ 'সেহ্ + তার' থেকে, যার অর্থ 'তিনতার'। কিন্তু সেতারে ৭টি তার থাকে। এই কারণেই, সেতার সম্বন্ধে যে

মতটি সগৌরবে বিরাজমান , তা হোল- সেতার বাদ্যটি প্রাচীন চিত্রবীণারই বিবর্তিত রূপ। আক্ষরিক ভাবে চিত্রা > চিতারা > সিতারা > সিতার > সেতার।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সেতার-বাদ্যের প্রথম প্রচলন করেন সেনী ঘরানার ওস্তাদ মসিদ্ খাঁ। তাঁর বাদনশৈলী 'মসিদখানি বাজ' নামে পরিচিত এবং এটি বিলম্বিত লয়ে বাজানো হোত। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে সকল পরিচিত সেতার ঘরানাগুলি আছে, সেগুলি হোল সেনী, জয়পুর, ইন্দোর, ইমদাদখানি, দ্বারভাঙ্গা, রামপুর এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ- প্রবর্তিত সেতার বাদন ধারা।

সেনী সেতার ঘরানার প্রবর্তক মসিদ খাঁ। জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক রহিম সেন ও তাঁর পুত্র অমৃত সেন। ইন্দোর ঘরানার প্রবর্তক আব্দুল হালিম জাফর খাঁ। ইমদাদখানি সেতার ঘরানার প্রবর্তক সাহাবদাদ হোসেন খাঁ। দ্বারভাঙ্গা ঘরানার প্রবর্তক রামেশ্বর পাঠক। রামপুর-সহসবান ঘরানার প্রবর্তক নাসির আলি খাঁ ও আব্দুর রহিম খাঁ। আলাউদ্দীন খাঁ প্রবর্তিত সেতার শাখার প্রবর্তক পন্ডিত রবিশঙ্কর চৌধুরী।

সেতারে ১৮-২১ টি তার থাকে; যার মধ্যে ৫টি প্রধান তাঁর, ২টি চিকারীর তার এবং বাকীগুলি তরফের তার। রাগ-ভাবকে প্রকাশ করার বিষয়ে সহযোগিতা করে তরফের তারগুলি। সেতারের fret গুলি movable। প্রধান তার ও চিকারীর তারগুলি বীণার মুক্তপ্রান্তে (উপরের অংশে) খুঁটিতে বাঁধা হয়। তরফের তারগুলির দৈর্ঘ্য সমান হয় না। এই তারগুলি fret board এর মধ্যে থাকা চোট ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে pass করানো হয় এবং বীণা দন্ডের ডানপাশে থাকা ছোট খুঁটিগুলির সাথে আটকানো হয়।

সেতারে তিনটি bridge থাকে। ধ্বনিকোষের উপরিভাগে দুটি bridge থাকে। বড় bridge টিকে বলাহয় পূর্বমেরু। এই bridge এর উপর দিয়ে প্রধান তার ও চিকারীর তারগুলি টেনে নেওয়া হয়। ছোট bridge টির উপর দিয়ে তরফের তারগুলি টেনে নেওয়া হয়। সেতরের মুক্তপ্রান্তের দিকে আরো একটি bridge থাকে, এটিকে বলে উত্তরমেরু। সেতারের দন্ড ও তবলীটি নির্মিত হয় সেগুন বা মেহগিনি কাঠ দ্বারা। ধ্বনিকোষ নির্মিত হয় বিশেষ ধরণের

লাউ দ্বারা। Bridge গুলি তৈরী হয় হরিণের শিং বা উটের হাড় দ্বারা।

Fret গুলি ধাতু দ্বারা নির্মিত এবং উত্তল প্রকৃতির। Fret গুলি বীণা দন্ডে এমনভাবে আটকানো থাকে যাতে প্রয়োজন মতো নাড়াচাড়া করানো যায়। প্রায়শই সেতারের মুক্তপ্রান্তে, দন্ডের নীচে আরো একটি ছোট লাউ সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে, যখন সেতার বাদনরহিত অবস্থায় রাখা থাকে, সেতারের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

প্রচলিত সেতার মোটামুটিভাবে ৪ ফিট লম্বা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ধ্বনিকোষ সহ সেতারের গড়ন ন্যাশপাতি ফলের মতো। একটি দীর্ঘ, চওড়া, ফাঁপা, কাষ্ঠ-নল; যার উপরিতল ও পার্শভাগে বহুসংখ্যক খুঁটি রয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে ২১টি movable fret রয়েছে।

সেতার-বাদকেরা বাদনকালে সেতারটিকে তদের কোলের ৪৫^0 কৌণীক অবস্থানে রাখেন। ডানহাতের তর্জনিতে মিজরাব পরে সেতার বাজানো হয়। একই সাথে বামহাতের আঙ্গুল দ্বারা প্রয়োজনমতো সেতারের fret গুলির উপরস্থ তারকে ডাইনে-বাঁয়ে টেনে এবং চেপে সুরের অনুরণন তৈরী করা হয়।

সেতার একটি সতঃসিদ্ধ যন্ত্র। তবে সহকারী যন্ত্র-রূপেও সেতার বাজানোর চল রয়েছে। গজল, ভজন, রাগাশ্রয়ী নানাবিধ গানের সাথে সেতার সঙ্গত করা হয়ে থাকে।

প্রতিযশা সেতার বাদকগণ হলেন রবিশঙ্কর চৌধুরী, নিখিল বন্দোপাধ্যায়, মসিদ খাঁ, রেজা আলি খাঁ, মণিলাল নাগ, বিলায়েৎ হোসেন খাঁ, ইমদাদ খাঁ, বরকতুল্লাহ্ খাঁ, শহিদ পারভেজ প্রমুখ।

পাখোয়াজ :-

পাখোয়াজ একটি পিপে আকৃতি সম্পন্ন, দুই মুখ যুক্ত আনদ্ধ বাদ্য। এটি প্রাচীন মৃদঙ্গের উত্তরসূরী। প্রাচীন যুগে মৃদঙ্গ নির্মিত হোত বিশেষ ধরণের মাটির দ্বারা। আচার্য্য ভরত মৃদঙ্গ বাদ্যটিকে ‘পুস্কর’-শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রকার আনদ্ধ বাদ্যকেই ‘আবজ’ বলা হোত। পঞ্চদশ

শতাব্দীতে ‘সঙ্গীতোপনিষৎ - সারোদ্ধার’ গ্রন্থের রচয়িতা সুধাকলস তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, ‘আবজ’- এর নতুন নাম হোল ‘পখাবজ্’, এবং ‘পখাবজ’ থেকে আমরা পেয়েছি ‘পাখোয়াজ’। যদিও, অনেকে বলে থাকেন, ‘পাখোয়াজ’ অর্থে ‘পাক + আওয়াজ’ অর্থাৎ পবিত্র ধ্বনি (‘পাক’ হোল হিন্দি শব্দ, এর অর্থ হোল পবিত্র)। কিন্তু এটি নিতান্তই লোককথা।

যখন ‘আবজ’ মৃত্তিকা পরিত্যাগ করে কাঠের অবয়বকে আশ্রয় করে, তখন তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে প্রবন্ধগানের সাথে সঙ্গতকারী ‘আবজ’ তার স্থায়িত্বের কারণে নতুন নাম পেল ‘পক্কা + আবজ’। ‘পক্কা + আবজ’ ক্রমশঃ উচ্চারণের পরিবর্তনে হয়ে গেল ‘পখা + আবজ’ অর্থাৎ পাখোয়াজ।

পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রটি পিপে-আকৃতির হলেও এর মুক্তপ্রান্ত দুটি অসমান। পাখোয়াজের বাম মুখটি দক্ষিণ মুখের (ডানদিকের মুখ) চেয়ে আকারে বড়। পাখোয়াজের মূল অবয়ব একটি মাত্র বড় কাঠ কুঁদে নির্মাণ করা হয়। উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয় শিশু, খয়ের বা চন্দন কাঠ। এর দৈর্ঘ্য মোটামুটি ভাবে দুই থেকে আড়াই ফুট এবং বেড় মোটামুটিভাবে ৯০ সেমি। পাখোয়াজের দক্ষিণ মুখটি উঁচু সুরে বাঁধা থাকে। দক্ষিণ মুখের পরিধি আনুমানিক ২৫সেমি অর্থাৎ ১০ ইঞ্চি।

দুটি মুখেরই আচ্ছাদন ছাগলের চামড়ার তৈরি হয়। আচ্ছাদনকে ছাউনিও বলে।। দুটি মুখের ক্ষেত্রেই একটি করে চামড়ার গোলাকার ring ছাউনির বাইরের দিকে মুখের উপর চেপে বসানো থাকে। যাতে মুখের ছাউনি নড়েচড়ে না যায়। সে জন্য চামড়ার তৈরী পাগড়ি মুখের বাইরে কাঠের অবয়বের উপরিভাগে আটকানো হয়। এই পাগড়িকে গজরাও বলা হয়। দু’দিকের মুখের পাগরি বা গজরাকে চামড়ার ফিতে দ্বারা টেনে আটকানো হয়, যাতে পাগরি ঢিলে হয়ে না যায়। এই চামড়ার ফিতে সচরাচর মোষের চামড়া দিয়ে তৈরী করা হয়। আটটি কাঠের tuning - block , হাতুড়ির সাহায্যে ঐ চামড়ার ফিতেগুলির ফাঁকে ফাঁকে আটকানো হয় এবং এই block গুলির সাহায্যেই পাখোয়াজের pitch উঁচু বা নিচু করা হয়।

তবে, পখোয়াজের দুই মুখের ছাউনি পুড়ী ব্যতীত অসম্পূর্ণ।

দক্ষিণমুখের পুড়ী তৈরী হয় সিদ্ধ ভাত ও একধরণের কালো পাউডারের মিশ্রণে। বাম মুখের পুড়ী স্থায়ী নয়। বাদন শুরু হওয়ার আগে, গম বা যবের আটা অল্প জলে মেখে মন্ড তৈরী করে বামমুখে আটকে দেওয়া হয়। বামমুখের pitch, দক্ষিণ মুখের pitch -এর অর্ধেক বা অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ হতেই হবে। বামমুখের পুড়ী অনুষ্ঠানের শেষে খুলে ফেলা হয়। বামমুখের এই অস্থায়ী পুড়ী বামমুখের pitch নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং পাখোয়াজের ধ্বনিকে গম্ভীর ও অনুরণনাত্মক করে তোলে; যার ফলে পাখোয়াজ বাদনের একটি রাজকীয় অথচ সংযমী আবেদন সৃষ্টি হয়।

বাদনকালে পাখোয়াজ বাদক সুখাসনে বসেন; কখনো বা পা শুধুমাত্র আড়াআড়ি রেখেও বসেন। বাদক পাখোয়াজটিকে ভুমিতে বা কোলের উপর অনুভূমিকভাবে রাখেন এবং করতল ও আঙ্গুলের সাহায্যে বাজিয়ে থাকেন। ডান-হাতি বাদকেরা দক্ষিণমুখ ডানহাতের দিকে এবং বামমুখ বামহাতের দিকে স্থাপন করেন।

যে সকল পাখোয়াজের ঘরানাগুলি প্রচলিত আছে সেগুলি হল পাঞ্জাব, রামপুর, দ্বারভাঙা, ইন্দোর, লক্ষ্ণৌ, গয়া, অযোধ্যা, বেনারস, বিষ্ণুপুর ও কোলকাতা (পন্ডিত মুরারীমোহন গুপ্ত এর প্রবর্তক)।

প্রতিযশা পাখোয়াজ বাদকদের মধ্যে অন্যতম হলেন পুরুষোত্তম দাশ (নাথদ্বার), অযোধ্যাপ্রসাদ (রামপুর), রামাশিস পাঠক (দ্বারভাঙা), দেবকীনন্দন গোস্বামী (ইন্দোর), রামজীলাল শর্মা (লক্ষ্ণৌ) প্রমুখ।